পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

জুন-জুলাই/২০১৯

যেখানেই নদী ভাঙন সেখানেই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন, আমি পাঁচ মাসে ৩৭ টি উপজেলার ৯৭টি নদী ভাঙনের স্থান পরিদর্শন করেছি। নদী ভাঙন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, যেখানেই ভাঙন দেখছি, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। প্রতিমন্ত্রী গত ২৭ জুলাই, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার বিলাসপুর থেকে নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর ডান তীর পরিদর্শনকালে এ কথা বলেন।

শরিয়তপুরে নদী ভাঙনের স্থান পরিদর্শন করছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমানসহ বোর্ডের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ

এ সময় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে আমি নদী ভাঙন এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করছি। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছি। যখন দেখি, নদী ভাঙনে নিঃস্ব ব্যক্তিরা ঢাকায় রিকশা চালায়, তাদের দেখে খুব দুঃখ লাগে। অনেক স্বাবলম্বী পরিবার নদী ভাঙনের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারিয়েছে। তাই নদী ভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

খাল খননের কাজে কোথাও অনিয়ম পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা জানি কৃষকের সুবিধার্থে খাল খনন প্রয়োজন। দেশের মানুষ যাতে সব মৌসুমে পানি পায় সেজন্য খাল খনন করা হচ্ছে। তাই যেসব এলাকায় খাল খননের কাজ চলছে, তা সঠিকভাবে করতে হবে। বর্তমান সরকারের দশ বছরের উন্নয়নে দেশের চেহারা পাল্টে গেছে দাবি করে প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি মানুষের কথা চিন্তা করেন। গ্রামকে শহরে রূপান্তরের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, সারাদেশে উন্নয়ন হচ্ছে।

পরিদর্শনকালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান মন্টু কুমার বিশ্বাস, বাপাউবো'র পশ্চিমাঞ্চল ফরিদপুর জোনের প্রধান প্রকৌশলী এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী নকশা, মোতাহার হোসেনসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভে ত রে র পা তা য় যা থা ক ছে

পাতা ২ - সম্পাদকীয়
পাতা ৩ - এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর ও উপমন্ত্রীর নদী ভাঙ্গণ পরিদর্শন
পাতা ৪ - পানি সম্পদ সচিবের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন
পাতা ৫ - মহাপরিচালকের সিরাজগঞ্জ ক্রসবার পরিদর্শন
পাতা ৬ - মতবিনিময় কর্মশালা
পাতা ৭ - প্রকল্প পরিচিতি ব্লু-গোল্ড
শেষের পাতা - বঙ্গবন্ধু পরিষদের আলোচনা সভা

অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শুরুটা ছিল দেশের কৃষি জমিতে সেচের পানি সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে। দিন দিন বোর্ডের কাজের ধরণ, পরিধি ও গতি বেড়েই চলেছে। দিন বদলের সাথে সাথে যোগ হয়েছে নদী শাসন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, আগাম বন্যা পূর্বাভাস, উপকূলীয় বাঁধ, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, হাওড়, ক্যাপিটাল ড্রেজিং, ৬৪ জেলায় খাল খনন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ। দেশের খাদ্য উৎপাদন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ইত্যাদি কাজে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে।

দেশ গড়ার কাজে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ও ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করতে হবে। সে কারণে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণের বিকল্প নেই। উন্নত দেশ গড়ার অংশ হিসেবে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন কাজ হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। এ লক্ষ্যে প্রযুক্তি নির্ভর ইনোভেশন কৌশল অর্জনের সাথে সাথেই আমরা সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করছি যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য আবশ্যক। কারণ হিসেবে বলা যায়, বর্তমানে রাজধানীবাসীর দৈনন্দিন পানীয় জল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা পূরণে কেবল ভূ-গর্ভস্থ পানিই যথেষ্ট নয়। নদীর পানি পরিশোধন করে তা পান করার উপযোগী করা হচ্ছে। ঢাকা ওয়াসার হিসাব মতে ঢাকায় দৈনিক পানির চাহিদা ২৪৫ কোটি লিটার। এর মধ্যে দৈনিক ৪৫ হতে ৫০ কোটি লিটার পানির চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে রাজধানীর শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদীর পানি শোধন করে। আগামীতে নদীর পানির চাহিদা আরও বাড়বে বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

একইভাবে, দেশে প্রথম পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হতে যাচ্ছে। এই পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে শীতলায়ন প্রক্রিয়া করতে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ পানির প্রয়োজন হবে। পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে শীতলায়ন প্রক্রিয়ায় নদীর পানিই হবে প্রধান উৎস। তাই, বলা যায়, দিন দিন নদীকেন্দ্রিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ছাড়া দেশের সেচ কাজে পানির ব্যবহারও বেড়ে চলেছে। শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানি কমে যাওয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর খুব দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে। যার ফলাফল আজকের অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা তথা জলবায়ু পরিবর্তন। তাই, আগামী দিনে ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদার কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পানির চাহিদা পূরণে আমাদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা কাজে লাগাতে হবে। সর্বপরি নদীর প্রবাহ সচল রাখতেই হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলকে নদী দূষণ রোধ করতে বলেছেন। ভবিষ্যত বাংলাদেশ নির্ভর করছে পানির উপর। পানি ধরে রাখার প্রাকৃতিক আধার হলো নদী। তাই নদীকে কেবল নাব্য রাখাই নয় নদীকে দূষণমুক্ত রাখবো। এই হোক আমাদের আগামী দিনের প্রত্যাশা। আর এভাবেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যাপক বনায়ন করতে হবে

বাপাউবো'র মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২৫ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান কুড়িগ্রাম পওর বিভাগে ফলজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। সম্প্রতি এ কার্যক্রমের আওতায় বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তরে দুই হাজার গাছ রোপন করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন নদী ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় ও নদী প্রতিরক্ষা বাঁধের ধারে এসব পরিবেশবান্ধব গাছ রোপন করা হয়। বৃক্ষ রোপন কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে বাপাউবো'র উত্তরাঞ্চল রংপুর জোনের প্রধান প্রকৌশলী জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, রংপুর পওর সার্কেলের তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হারুন অর-রশীদ, কুড়িগ্রাম পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: আরিফুল ইসলাম ও স্থানীয় জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান বলেন, গাছপালা পরিবেশের প্রধান বন্ধু। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করে আমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনছি। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে আমাদের ব্যাপক বনায়ন করতে হবে।

উত্তরাঞ্চলে বাপাউবো'র ফলজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান।

এপিএ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও সচিব কবির বিন আনোয়ারের সাথে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহের প্রধানগণ।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২০ জুন, ২০১৯খ্রিঃ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ারের সাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মো: মাহফুজুর রহমান ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেছেন। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুকের উপস্থিতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব রোকন উদ-দৌলা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তি স্বাক্ষরকালে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন, এপিএ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি আগামীতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের এপিএ শতভাগ অর্জন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীদের তাগিদ দেন।

এর আগে গত ১৯ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের সাথে বোর্ডের সকল জোনের প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকদের ২০১৯-২০২০ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বোর্ডের মহাপরিচালকের সভা কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান বোর্ডের জোনাল প্রধান প্রকৌশলী ও ৬ (ছয়) জন প্রকল্প পরিচালকগণের সাথে পৃথকভাবে এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) খন্দকার খালেকুজ্জামান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) এ এম আমিনুল হক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) খন্দকার মোঃ রুহুল আমিন, বোর্ডের তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও এপিএ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মোঃ নুরুল আমিন।

নদী ভাঙন কবলিত মানুষের পাশে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

সম্প্রতি পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম নড়ীয়ার নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ পরিদর্শন করেন। তিনি নদী ভাঙ্গন কবলিত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা শোনেন ও নদী ভাংগন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশিষ্টদের নির্দেশ দেন। পরে তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় করেন।

নড়ীয়ায় নদী ভাঙ্গন পরিদর্শন করছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

পানি সম্পদ সচিব কবির বিন আনোয়ারের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদীতে চলমান ড্রেজিং কাজ পরিদর্শন করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার (ডান থেকে দ্বিতীয়)।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাস্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি মহানন্দা নদীতে চলমান ড্রেজিং কাজ, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প, চরবাগডাঙ্গা ও শাহাজাহানপুর পদ্মা নদীর ভাঙ্গন কবলিত এলাকা এবং মহানন্দা নদীতে বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর ব্রিজের নিকট রাবার ড্যামের নির্মান কাজের স্থান, শিবগঞ্জ উপজেলার পাগলা নদীতে চলমান খননকাজ, ৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্পের আওতায় পাগলা নদী পুনঃ খনন কাজ পরিদর্শন করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ সাহিদুল আলম পানি সম্পদ সচিবকে অবহিত করেন যে, মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মান সম্পন্ন হলে নবাবগঞ্জ সদর, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ, নাচোল এলাকার নদী সংলগ্ন এলাকায় প্রয়োজনীয় পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জীব বৈচিত্রের উন্নয়ন, ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনঃভরনের মাধ্যমে পানির স্তর বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এছাড়া, কৃষি কাজে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, মৎস্য চলাচল এবং মৎস্য চাষের ব্যাপক ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা যাবে। নদীর পানি প্রবাহ ও নাব্যতা বৃদ্ধি ও পণ্য পরিবহন সহজতর হবে। ফলে এই অঞ্চলের জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হবে ।

নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে চরবাগডাঙ্গা এলাকা গোয়ালডুবি হতে বাংলা-ইন্দো সীমান্ত পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা পাবে, ড্রেজিং কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন করে তীর রক্ষা করা সম্ভব হবে।

পানি সম্পদ সচিব মহানন্দা নদী খনন কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করার জন্য আরো ১টি ড্রেজার কার্যসাইটে সরবরাহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি রাবার ড্যাম নির্মান কাজের উজানে শহরের সকল বর্জ্য পানি সরাসরি নদীতে না ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি পৌরসভায় অতিসত্বর একটি প্রকল্প গ্রহণ করে বর্জ্য পানি শোধনের মাধ্যমে রাবার ড্যামের ভাটিতে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" এর আওতায় চলমান সকল কাজে টারফিং ও বৃক্ষ রোপনের উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানান।

পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল জোনের প্রধান প্রকৌশলী মহম্মদ আলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক এ জেড এম নূরুল হক, বাপাউবো'র রাজশাহীর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আমিরুল হক ভুইয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী সাহিদুল হকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নদী ভাঙ্গন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সরকার

বাপাউবো'র মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মো: মাহফুজুর রহমান সিরাজগঞ্জ জেলার ক্রসবার ও স্পার পরিদর্শন করছেন।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে নদী ভাঙ্গন রোধে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তিনি বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে অবিলম্বে তা মেরামত করার জন্য প্রকৌশলীগণকে নির্দেশ দেন। জরুরী আপৎকালীন বন্যা মোকাবেলায় পর্যাপ্ত বালু ভর্তি জিও ব্যাগ মজুদ রাখার জন্যও তিনি স্থানীয় প্রকৌশলীগণকে প্রস্তুত থাকতে বলেন।

মহাপরিচালক গত ২০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৩ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ যমুনা নদীর ডানতীর, তিস্তা, ধরলা নদী বিধৌত সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন বন্যা প্রতিরক্ষা কাজ পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় জনগণের সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি মনযোগ সহকারে নদী ভাঙ্গনের শিকার মানুষের কথা শোনেন। বাপাউবো'র মহাপরিচালক সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট, ক্রসবারসমূহ, স্পার, কাজীপুর উপজেলায় নদী ভাঙ্গন ও জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে সরেজমিন খোঁজ নেন।

উত্তরাঞ্চল পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী জোনের প্রধান প্রকৌশলী মহম্মদ আলী, উত্তরাঞ্চল রংপুর জোনের প্রধান প্রকৌশলী জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, বগুড়া সার্কেল এর তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী তারিক আল ফায়াজ, রংপুর পওর সার্কেলের তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হারুন অর-রশীদ, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সফিকুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আরিফুল ইসলাম ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চলমান বন্যা মৌসুমে বন্যা ও নদী ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় পর্যাপ্ত বালু ভর্তি জিও ব্যাগ মজুদ রয়েছে এবং বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সদা প্রস্তুত রয়েছে বলে মহাপরিচালককে অবহিত করা হয়।

লেখা আহবান

পানি সম্পদ, জলবায়ু, পরিবেশ, উদ্ভাবন ও গবেষণামূলক তথ্যভিত্তিক লেখা, প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত পানি পরিক্রমায় প্রকাশের জন্য ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

ই-মেইল : dir.publicity@gmail.com

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিষয়ে মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২৫ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ ঢাকার একটি হোটেলে 'ইছামতি নদী পুনরুজ্জীবনের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন, সেচ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের চলমান কার্যাবলীর অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মো: মাহফুজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) খন্দকার খালেকুজ্জামান। বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) এ এম আমিনুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বুয়েট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান বলেন, প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা করা অত্যাবশ্যক। আমাদের সম্পদ সীমিত। তিনি বলেন, সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই সমীক্ষা সম্পন্ন করলে প্রকল্পের আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। অন্যথায় অর্থ, পরিবেশ ও সামাজিক সম্পদের বিপুল অপচয় হয় । এ অপচয় রোধ করতে এ ধরণের সমীক্ষার বিকল্প নেই। কর্মশালায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিকল্পনা পরিদপ্তরের পরিচালক ও প্রকল্পের পরিচালক শ্যামল চন্দ্র দাস মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

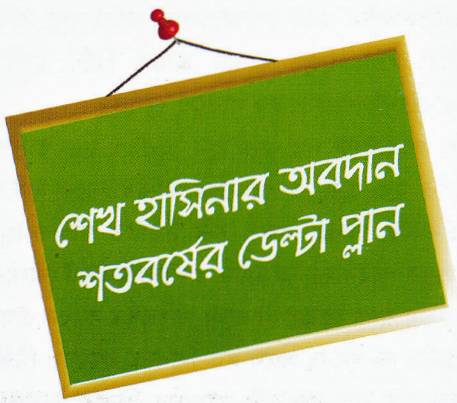

প্রকল্প পরিচিতি

উৎপাদন এবং ক্ষমতায়নে ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম

মোঃ আমিরুল হোসেন
প্রকল্প পরিচালক, ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম, বাপাউবো, ঢাকা।

উন্নত কৃষি এবং পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার কৃষিজ উৎপাদন এবং স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতায়নে কাজ করছে নেদারল্যান্ডস এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগের ব্লু-গোল্ড কর্মসূচি। এর মূল লক্ষ্য সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোল্ডার এলাকায় কৃষি ফল ফসল মাছের উৎপাদন, আয় বৃদ্ধি,কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং এলাকার মানুষের দারিদ্র্যতা হ্রাস। ২০১৩ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটির মেয়াদ ছয় বছর। প্রকল্প এলাকা বরগুনা, পটুয়াখালী, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ১৪টি উপজেলায় ২২টি পোল্ডারের এক লক্ষ ১৯ হাজার হেক্টর জমি।

ব্লু-গোল্ড একটি সমন্বিত কার্যক্রম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাপাউবো প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থা/সেক্টর হচ্ছে (ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; (খ) মৎস্য অধিদপ্তর; (গ) প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর; এবং ঘ) NGO এবং গবেষণা সংস্থা (দেশী ও বিদেশী)। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে আরো দক্ষ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও পোল্ডারসমূহে ফসল, মাছ ও গবাদী পশু উৎপাদন বৃদ্ধি করে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন সাধন এবং এলাকাবাসীকে ক্ষমতায়ন করে চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। এই প্রোগ্রামের আওতায় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো মেরামত, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ, খালখনন, উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

প্রকল্প পরিচালকের সাথে এলাকার সুবিধাভোগী জনগণ।

পোল্ডার এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক কৃষিই অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। পানি যেমন তাদের জীবন যাপনের উপকরণ আবার এ পানিই অনেক সময় বিপদের বা দূর্যোগের কারণ। নিয়মিত জোয়ারের প্লাবণ, ক্ষেত্র বিশেষ জলোচ্ছাস ও লবণ পানি থেকে সুরক্ষা দিয়ে মানুষের জীবন জীবিকা সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ষাটের দশকে উপকূলীয় এলাকায় নির্মাণ করা হয় পোল্ডার। কয়েক দশকের পরিক্রমায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নত ফসল সবজী চাষ, যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, পলি জমাট বা নদী ভাঙ্গন, নদী খাল দখল ভরাট ইত্যাদি নানা কারণে পোল্ডার সমুহের পানি ব্যবস্থাপনা কাঠামো কার্যকরিতা হ্রাস পায়, খাল নালা ভরাট হয়ে পানি চলাচলে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এসব নানাবিধ কারণে অনেক পোল্ডারের ভেতরে দেখা দেয় জলাবদ্ধতা ও পানির প্রাপ্যতার সমস্যা।

ব্লু-গোল্ড পোল্ডার এলাকায় উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার জন্য কাঠামোগত এবং অকাঠামোগত কার্যক্রমের একটি সমন্বিত পদক্ষেপ। এর আওতায় কাঠামোগত কার্যক্রম হিসেবে পুরাতন ও অকার্যকর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মেরামত বা পুন-নির্মাণ,বাঁধ মেরামত, ভরাট হয়ে যাওয়া খাল পুনখনন ইত্যাদি এবং অকাঠামোগত কার্যক্রম হিসেবে স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) ও পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি (WMA) গঠন করে অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, পানির চাহিদা ভিত্তিক রেগুলেটর পরিচালনা, কৃষি-মৎস্য-গবাদী পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্বাচিত পোল্ডারসমূহে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রচলন করা হচ্ছে (প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো) ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাঁধ, খাল, জলকাঠামো দ্বারা পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সেচ প্রদান, বন্যা লবণাক্ততা থেকে বাঁচানো এবং নিষ্কাশন উন্নত হয়েছে। নদ নদীর জোয়ার ভাটা কাজে লাগিয়ে জলবদ্ধতা দূর এবং সেচ ও অন্যান্য কাজে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। এতে এলাকায় বছর ব্যাপী কৃষি উৎপাদন এবং কাজের সুযোগ বেড়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সহায়ক পরিবেশ তৈরি হওয়ায় পোল্ডারভূক্ত এলাকায় চাষের জমির পরিমাণ এবং কৃষি তথা মৎস্য ফল ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাঠামোগত এবং অকাঠামোগত প্রধান কার্যাবলী নিম্নরুপ ঃ

ক) কাঠামোগত (Structural), খ) অ-কাঠামোগত (Non-Structural) ঃ

এই প্রকল্পের প্রধান কাঠামোগত কার্যাবলী নিম্নরুপ (ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত);

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অর্জিত সাফল্য
১।	ড্রেনেজ রেগুলেটর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	৮টি সম্পন্ন এবং ১৯টি নির্মাণ চলমান
২।	ড্রেনেজ আউট লেট নির্মাণ	৬টি সম্পন্ন এবং ৫টি নির্মাণ চলমান
৩।	ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ	৫টি
৪।	জলকাঠামো পুনর্বাসন/মেরামত	ইনলেট/আউটলেট ২২৫টি, রেগুলেটর ১২৯টি
৫।	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/পুনঃনির্মাণ	২৭৫ কি.মি.
৬।	বিকল্প বাঁধ	১০ কি.মি.
৭।	খাল পুনঃখনন	৪১০ কি.মি.

প্রকল্পের প্রধান অ-কাঠামোগত কার্যাবলী নিম্নরুপ (ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত);

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	
১।	পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG-Water Management Group) গঠন	
২।	পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি (WMA-Water Management Association) গঠন	
৩।	কৃষকমাঠ স্কুল (FFS-Farmer Field School)	
৪।	পোল্ডার অবকাঠামো পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বাপাউবো'র সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর	
৫।	অবকাঠামো পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গঠিত উপ-কমিটি	
৬।	৫১১টি পানি ব্যবস্থাপনা দলে (WMG) ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় স্থিতি	
৭।	WMG কর্তৃক অবকাঠামো পরিচালনা, ক্ষুদ্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে অবদান	
৮।	ব্লু-গোল্ড প্রকল্প বাঁধ এবং সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষ রোপন (ফলজ, ঔষধী, কাঠ জাতীয়)	

-চলমান

সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে

-পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক (বাম থেকে তৃতীয়)।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে দেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করার জন্য প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সকলকে সকল ভেদাভেদ ভুলে একযোগে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবার আগাম বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি ও নদীভাঙ্গন রোধে কাজ করবে সে ব্যাপারেও নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সকলকে যার, যার অবস্থান থেকে কাজ করে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডকে জিরো টলারেন্স নীতিতে চলার ঘোষণা দেন।

গত ২০ জুন ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী মোঃ হাবিবুর রহমান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান অনুষ্ঠানে "পানি সম্পদ উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এছাড়া, অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনসংযোগ পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মুন্সী এনামুল হক, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : এস, এম, হুমায়ূন কবীর, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
চিত্র গ্রহণ: মো: মনিরুজ্জামান, ফটোগ্রাফার, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd